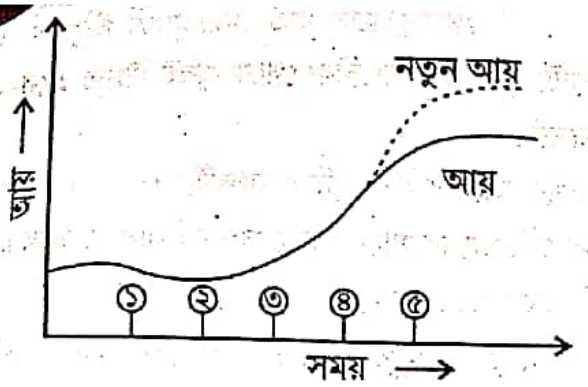

এত সব সমালোচনা সত্ত্বেও রস্ট্রোর তত্ত্ব যে পাঁচটি ধাপের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। কারণ তিনি পাঁচটি ধাপকে সময় ও আয় এই দুই মাণদণ্ডের উপর ভিত্তি করে যে সুন্দরভাবে 1960 সালে তার তত্ত্বের অবতারণা করেছেন তা বিশ্ব অর্থনৈতিক দিকের মূল কাঠামোকে আরও দৃঢ় করে তুলেছে বলে আমি মনে করি। তাই এই তত্ত্ব আগামী প্রজন্মকেও সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়।

উন্নয়নের মেরু মডেল : পেরক্স (Growth Pole Model of Perroux)

উন্নয়ন হলো এমন একটি ধারণা যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সুদৃঢ় বন্ধন রচিত হয়। উন্নয়নের জন্য আবশ্যক হল সঠিক পরিকল্পনা মাফিক কার্যক্রম। সেই জন্য আঞ্চলিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে 'উন্নয়ন মেরু মডেল'টির ভূমিকা অবশ্যই তাৎপর্যপুর্ণ। এই মডেলটির উদ্ভাবক হলেন বিখ্যাত ইউরোপীয় অর্থনীতিবিদ্ Perroux। তিনি তার মডেলটি 1955 সালে বর্ণনামূলক (Descriptive) ধারায় জনসমাজে উপস্থাপন করেন। তিনি তার তত্ত্বে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উপস্থাপন করেন। যথা— (i) গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলোর অবস্থান, (ii) কেন্দ্রবিন্দুগুলির আকর্ষণ এবং (iii) বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা।

উন্নয়ন মেরুমডেলের শর্তাবলী (Conditions of Growth Pole Model) : এই তত্ত্বের তিনটি পূর্ব শর্ত আছে, যা Three fold typology নামে পরিচিত। এই শর্তগুলি হলো—

- অঞ্চলটি হতে হবে পরিকল্পিত কোন স্থানে যেখানে কর্মকাণ্ড পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়।
- অঞ্চলটিতে জল, বিদ্যুৎ, গ্যাস, তেল প্রভৃতি শক্তিসম্পদের প্রাচুর্য থাকতে হবে।
- সর্বোপরি অঞ্চলটিতে সমশ্রেণিভুক্ত বস্তু এবং সামগ্রী থাকতে হবে।

তত্ত্বটির মূল কথা (Main Theme of the Theory/Model) : ফরাসী অর্থনীতিবিদ্ Perroux উন্নয়ন মেরু তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে 'উন্নয়ন সবস্থানে হঠাৎ করে আবির্ভূত হয় না, বরং কমবেশি প্রগাঢ়তার সাথে কতিপয় কেন্দ্রে বা উন্নয়ণ মেরুগুলোতে আবির্ভূত হয়। এটি সারাদেশে কমবেশি বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

[Growth does not appear every there and all at once it appears in points or development poles, with variable intensities, it spreads along diverse channels and with varying terminal effects to the whole of the country)

তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়ণ মেরুতত্ত্বটির বিশ্লেষণ করা যায়। যথা—

ক. প্রধান প্রধান শিল্পগুলো এবং চলমান ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (Leading Industries and Propulsive firms) : প্রধান প্রধান শিল্পগুলোর অবস্থানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

যায়। যথা—

- শিল্পটি গতিশীল বৈশিষ্ট্য যুক্ত প্রযুক্তির দিক থেকে খুবই উন্নত হবে এবং অঞ্চলটিতে উন্নত করার প্রবণতা থাকতে হবে শিল্পপতিদের।
- উৎপাদিত পণ্যের ব্যাপক আভ্যন্তরীণ চাহিদা বাঞ্ছনীয়।
- অন্যান্য শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে হবে। যাতে শিল্প দ্রব্যের পারস্পরিক চাহিদা ও যোগাযোগের মধ্যে সমতা বজায় থাকে।

চলমান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায়। যথা—

- চলমান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত বৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
- নতুন নতুন দ্রব্যের আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে হবে।
- সর্বোপরি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে শ্রমিক স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে হবে। সেই সঙ্গে চাহিদা সঠিক (বাজারে) রাখতে হবে।

খ. কেন্দ্রবিন্দুর আকর্ষণ ও পুঞ্জিভূত অর্থনীতি (Polarisation effects & agglomeration economics) : কোন অঞ্চল যখন শিল্প বলয় এবং চলমান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় তখন সেই অঞ্চলে দ্রুত বিকাশ দেখা যায়। এরূপ অঞ্চলে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একত্রিত এবং পুঞ্জিভূত হতে থাকে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে মূল ভূ-খণ্ডে কেন্দ্র বিন্দুর সংখ্যাও একই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে প্রধানত তিন ধরণের পুঞ্জিভূত অর্থনীতি দেখা যায়। যথা—

- অর্থনীতি শিল্পের বহির্ভূত কিন্তু নগর এলাকার অভ্যন্তরীন।
- অর্থনীতি শিল্পের অন্তর্ভূক্ত কিছু প্রতিষ্ঠানের বহির্ভূত।
- অর্থনীতি শিল্পের পরিকাঠামো অনুযায়ী যেখানে শিল্প উৎপাদনের ব্যয় অত্যন্ত কম।

গ. কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা (Spread effects) : তত্ত্বের এই অংশটি ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন ব্যাপার। তার কারণ কোন শিল্পাঞ্চল প্রথমে শহর কেন্দ্রিক হয়। তার পরবর্তী সময়ে গ্রামাঞ্চলে এবং আরও পরে অন্যান্য অনুন্নত অঞ্চলের শিল্পের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। যেমন স্বাধীনতার আগে বা পরে কলকাতাকে কেন্দ্র করে প্রথমে শিল্প বিকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পরবর্তীকালে দুর্গাপুর, হলদিয়াতে শিল্পের বিকাশ শুরু হয়।। বর্তমানে ঐ অঞ্চলগুলি ছাড়াও ছোট ছোট নতুন শিল্পাঞ্চল যেমন—খড়্গপুর, হাওড়া, হুগলি, শিলিগুড়ি প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। এইভাবে সারা রাজ্যে এমনকি সারা দোশে শিল্পের বিকাশ সম্ভব হচ্ছে।

উপরিউক্ত তত্ত্বের মূল ধারণা থেকে নিম্নোক্ত ধারণাগুলি লক্ষ্য করা যায়। যথা—

- শিল্পোউৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর ব্যাপক আভ্যন্তরীন চাহিদা অত্যাবশ্যক।
- উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বাজার এবং চাহিদা অনুযায়ী শিল্প স্থাপন।
- একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে চারিদিকে অন্যান্য শিল্প স্থাপিত হয়। ফলে শিল্পাঞ্চলটির আকার বা আয়তন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তত্ত্বটির ব্যবহার (Uses of this theory) : প্রশাসনিক পূণর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে 1963 খ্রিস্টাব্দে এই তত্ত্ব সর্বপ্রথম যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ড, মধ্য স্কটল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং মধ্য ওয়েলসে গৃহীত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশেষ করে ফ্রান্স, ভেনিজুয়েলা, ইতালী, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশে এই তত্ত্ব ব্যবহৃত হচ্ছে।

তত্ত্বের দোষ ও গুণ (Merits & Demerits of this Theory) : প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Perroux-এর তত্ত্বের দোষ ও গুণগুলি আলোচনা করা হলো। যথা—

দোষ বা ত্রুটি (Demerits) : তত্ত্বটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে যে সব ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলি চোখে পড়ে তা হল—

- এই তত্ত্বে শিল্প বলয়ের কেন্দ্র বিন্দুর উন্নতি এবং একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের মধ্যে কি সম্পর্ক তা যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ।
- এই তত্ত্বে শিল্প বলয়, প্রধান শিল্প এবং যৌগিক শিল্পের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নয় অর্থাৎ আংশিক। ফলে তত্ত্বের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোঝা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।
- অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে উক্ত অঞ্চলের শিল্পটির ভবিষ্যৎ কি সে ব্যাপারে কোন আলোকপাত করেননি।
- বিশেষ কারণবশতঃ কোন কারণে একটি প্রধান শিল্পের উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলে উক্ত অঞ্চলে সামগ্রিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে পারে তাও তিনি তার তত্ত্বে উল্লেখ করেন নি।
- এ তত্ত্ব সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। অনেকক্ষেত্রে কয়েকটি শিল্পকে কেন্দ্র করে একটি বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠে তা তিনি তার তত্ত্বে আলোকপাত করেন নি।

তত্ত্বের গুণাবলী (Merits of the Theory) : উন্নয়ণ মেরু মডেলের গুণাবলীকে আলোচনা করা হল—

- নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অধিক কেন্দ্রিভূত হয়, ফলে সার্বিক খরচ বহুলাংশে হ্রাস পায়।
- কোন নির্দিষ্ট এলাকার সুষম উন্নয়নে এতত্ত্ব সর্বাধিক কার্যকরী ভূমিকা নেয়।
- কেন্দ্র বিন্দু থেকে একটি অঞ্চলের ক্রমবৃদ্ধি হয়, ফলে অনুন্নত অঞ্চলও স্বল্প সময়ে উন্নতি লাভ করে।
- নির্দিষ্ট উন্নয়ন কেন্দ্রে বিনিয়োগের পুঞ্জিভবন ঘটার ফলে সরকারি ব্যায় যথেষ্ট হ্রাস পায়।
- উন্নয়ন কেন্দ্রের অধীনে বাজার সম্প্রসারণের ফলে অনুন্নত অঞ্চলগুলোর সমস্যা বহুলাংশে হ্রাস পায়।
- এই তত্ত্বে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুঞ্জীভূত থাকায় এই তত্ত্ব বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিকল্পনায় এ ধরণের তত্ত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে পৃথিবীর উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ তথা অনুন্নত অঞ্চলগুলোকে উন্নয়নের আওতাভুক্ত করার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই তত্ত্বের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। তত্ত্বটির অনেক সমালোচনার মধ্যেও যথেষ্ট উজ্জ্বলতা একবাক্যে স্বীকার করে নিতে হয়।

ভারতের বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা [Multi level Planning in India]

ভারতে পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরগুলি হল কেন্দ্র, রাজ্য, জেলা, ব্লক এবং গ্রাম। কেন্দ্র ও রাজ্য মূলত পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করে ও অন্যান্য স্তরগুলি পরিকল্পনা রূপায়ণের কার্য করে থাকে। পরিকল্পনার রূপরেখা দানের ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেক্ষেত্রেই কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner